সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী বাস্তবায়ন শীর্ষক ত্রৈমাসিক গবেষণা প্রতিবেদন

প্রকাশনায়

টোব্যাকো কন্ট্রোল এন্ড রিসার্চ সেল (টিসিআরসি) ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি

প্রকাশকাল

ফেব্রুয়ারি, ২০২২

সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী বাস্তবায়ন: ত্রৈমাসকি গবষেণা প্রতবিদেন

গবেষণা ও বিশ্লেষণ ফারহানা জামান লিজা মোঃ মহিউদ্দিন

গবেষনার পরামর্শক সৈয়দ মাহবুবুল আলম

সার্বিক সহযোগিতায় ডা. এস. কাদির পাটোয়ারি মোঃ বজপুর রহমান

কৃতজ্ঞতায় ব্যারিষ্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারী , এমপি

প্রকাশনায়
টোব্যাকো কন্ট্রোল এভ রিসার্চ সেল (টিসিআরসি)
ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি

প্রকাশকাল ফেব্রুয়ারি, ২০২২

সূচিপত্ৰ

शृष्ठी नः

প্রথম গ্রেফ্ণার প্রতিবেদন	05-00
আইন অনুযায়ী তামাকজাত দ্রুব্যের মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী বাস্তবায়ন- বর্তমান অবস্থা: প্রথম গবেষণা প্রতিবেদন	63
প্রারম্ভিক	ολ
গবেষণার উল্লেখযোগ্য ফলাফল	•ર
গ্রেষণার এলাকা , সময় ও পর্যবেক্ষণের সূধ্যোগ	00
গবেষণার ফলাফল ও আলোচনা	00
প্ৰতিবন্ধকতা	68
সুপারিশমালা	ο¢
উপসংহার	00
দ্বিতীয় গবেষণার প্রতিবেদন	08-20
আইন অনুযায়ী তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে সচিত্র খাছ্যু সতর্কবাণী বাছবায়ন- বর্তমান অবস্থাঃ দ্বিতীয় গবেষণা প্রতিবেদন	оъ
প্রারম্ভিক	69
গবেষণার উল্লেখযোগ্য ফলাফল	09
গবেষণার এলাকা , সময় ও পর্যবেক্ষণের সুযোগ	90
গ্ৰেষণার ফলাফল ও আলোচনা	оъ
প্রতিবন্ধকতা	ob
সুপরিশমালা	20
উপসংহার	20
তৃতীয় গ্ৰেষণাৰ প্ৰতিবেদন	22-26
আইন অনুযায়ী তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী বাস্কবায়ন- বর্তমান অবস্থাঃ দ্বিতীয় গবেষণা প্রতিবেদন	77
প্রারম্ভিক	25
গবেষণার উল্লেখযোগ্য ফলাফল	55
গবেষণার এলাকা , সময় ও পর্যবেক্ষণের স্যোগ	25
গবেষণার ফলাফল ও আলোচনা	50
প্ৰতিবন্ধকতা	26
সুপারিশমালা	se
উপসংহার	30

সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী বাস্তবায়ন: ত্রৈমাসকি গবমেণা প্রতবিদেন

ति । अतिन ২০২১

'আইন অনুযায়ী তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে সচিত্ৰ স্বাস্থ্য সতৰ্কবাণী বাস্তবায়ন- বৰ্তমান অবস্থা' প্রথম গবেষণা প্রতিবেদন

भागमेह संरामस्त्री २०८० সালের মাধ্য আমাকদক बार्माटमण गड़ाव (सामग নিলেও তামাক নিজেগ ক্ৰেন মালছে না আমাক (अम्मानिकाना । টিসিঅরনির কর্তৃক দেশের ১৬টি জেলার aes हि सामानमार দ্রব্যের উপর পরিচালিত गारकारण (मधा याद. टामाक्स्ट्रमाट आइएक "ধুমুগান ও তামাকজাত त्रवा नावधात (निधान) करन २००१" जन ३० दाता ≝ात जवन উপধाता মেলে সচিত্ৰ স্বাস্থ্য नठकवामी क्षनात्मत दात অনাক্যজিতভাবেই অনেক কম।





















টোবাবো কটোল এড বিমার্য সেল (টিসিঅর্ডেন) शका देनीत्रमानगण देवनिवासि

আপিল ভিতিশনের রায় অমান্য করেই তামাকপণ্ডের মোডকের নিচের নিকে সচিত্র যায়া সতর্কবাদী মূদ্রণ করছে তামাক কোম্পানিগুলো

'ব্যাপাম ও সোমাকজাত দ্রানা বাবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, २००१ (मार्गामी २०५७)' तर शता ५० वस्तरी मकन श्रामानात मुरबाद नारकारे, त्याहक, कार्डेन वा स्वीमित উত্তয় পার্পে যুদ্র প্রদর্শনী কলেন উপবিভাগে অনুন্য পরকরা পদাশে কাল পরিমাণ স্থান করে প্রামাককার প্রবারে বাবহারের কান্যান সৃষ্ট ক্ষতি সম্পর্কিত বাজিন কবি ও লেখা সামলিও দাছ্যু সতৰ্ববাণী মূদ্ৰণ কৰা বাধাস্বামূলক।

মিলিঅরসির গ্রেক্ট্যায় দেশ যায়, ৭৯% চ্যােক্ট্যা সভিত স্বাস্থ্য সতৰ্বনাৰী মুদ্ৰণ মনেত ভাতে অনেক খাৰ ছিল। আইন अनुवादी त्याकृत्वन do भारतात्म वागका खुटक महिन वाष्ट्रा বার্তা প্রদানের মার মার ৬৯% । মোড়কের উত্তর দিকে সভিত্র ষায়া সভক্ষাণীৰ মুদ্ৰদেৰ মাৰ ৪৪% এবং ১৭% মোড়কে নিনির্ত্ত মেয়াদের ছবি পরিপঞ্জিত হয়নি। এছাড়া জোন দিলাবেটের কার্টনেই মৃতির স্বাস্থ্য মন্তর্কবাদী পাওয়া মায়নি।

'আইন অনুযায়ী তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী বাস্তবায়ন- বর্তমান অবস্থা' প্রথম গবেষণার ফল প্রকাশ

১৬ টি জেলায় পরিচালিত জরিপের ফলাফল ও তথ্য প্রকাশ

প্রারম্ভিক

বাংলাদেশ সরকার জনদ্বাদ্যের উপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করে ২০১৩ সালে 'ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫' আইনটি সংশোধন করে। সংশোধিত আইনের ধারা ১০ অনুযায়ী সকল তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট, মোড়ক, কার্টন বা কৌটার উভয় পার্শে মূল প্রদর্শনী তলের উপরিভাগে অনুন্য শতকরা পঞ্চাশ ভাগ পরিমাণ ছান জুড়ে তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহারের কারণে সৃষ্ট ক্ষতি সম্পর্কিত রঙ্গিন ছবি ও লেখা সম্বলিত স্বাস্থ্য সতর্কবাণী মুদ্রণ করা বাধ্যতামূলক। তবে তামাক কোম্পানির হন্তক্ষেপের কারণে প্রায় দুই বছর পর আইনটির বিধিমালা পাশ হয় ২০১৫ সালে। এই বিধিমালা অনুযায়ী ১৯ মার্চ ২০১৬ হতে সকল তামাকজাত পণ্যের মোড়কে ছবিসহ স্বাস্থ্য সতর্কবার্তা প্রদান করা বাধ্যতামূলক করা হয়।

সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাদী বিনামূদ্যে তামাক সেবীদের কাছে তামাক ব্যবহারের স্বাস্থ্যত ক্ষতি সম্পর্কিত বার্তা পৌছে দিয়ে মানুষকে সচেতন করে। পাশাপাশি যারা পড়তে পারেন না তারাও তামাকের ভয়াবহতা সহজেই বুঝতে পারেন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণীর সুফল পাওয়া গেছে। ফলে তামাক কোম্পানিগুলো এই সর্তকবার্তা দিতে গড়িমসি করে এবং একটি মামলার মাধ্যমে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণীটি উপরে দেবার বদলে নিচে প্রদান করে।

সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী তামক নিয়ন্ত্রণের একটি অন্যতম কার্যকরী পদ্ম। তাই বাংলাদেশে তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণীর সঠিকভাবে প্রদান হচ্ছে কি না, তা পর্যবেক্ষণের জন্য টোব্যাকো কন্ট্রোল এন্ড রিসার্চ সেল (টিসিআরসি) গত ১৯ মার্চ ২০১৬ থেকে দেশের সকল জেলাগুলো থেকে তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে নিয়মিতভাবে পর্যবেক্ষণমূলক গবেষণা করে আসছে ও তিনমাস অন্তর অন্তর তা প্রকাশের মাধ্যমে সার্বিক পরিস্থিতি তলে ধরছে।

গবেষণার উল্লেখযোগ্য ফলাফল

টিসিআরসির গবেষণায় বেশ কিছু বিষয় উঠে এসেছে, তবে এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ

- ৭৯% তামাকপণ্যের মোডকে সচিত্র দ্বাস্থ্য সতর্কবাণী পাওয়া গেছে:
- ৪৪% মোডকে ব্র্যান্ড এলিমেন্ট পাওয়া গেছে:
- ৪% মোড়কে আইনে প্রদন্ত ছবি না দিয়ে পাশবর্তী দেশের ছবি
 মন্ত্রণ করতে দেখা গেছে:
- ১৭% মোড়কে নির্দিষ্ট মেয়ালের ছবি পরিলক্ষিত হয়্বনিঃ
- ৩১% মোড়কেই পঞ্চাশ শতাংশ এলাকা জুড়ে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী মুদ্রণ করা হয়নি;
- ৮২% মোডকেরই নিচের দিকে ছবিসহ স্বান্থ্য সতর্কবাণী মৃদ্রিত হয়েছে;
- ৫৬% মোড়কের উভয়পাশে এই সতর্কবাণী মুদ্রণ করা হয়নি:
- ৬% মোডকে ছবির সাথে লিখিত বার্তা প্রদান করেনি:
- ৭৮% মোড়কে ছবি ও লেখার অনুপাত ছিল ৬:১:
- ২৭% মোডকের সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণীর সালে কালো জমিনে সাদা অক্ষরে লিখিত বার্তা মুদ্রণ করা হয়নি;
- ৬% মোডকের সচিত্র স্বাছ্য সতর্কবাণী স্ট্যাম্প/ ব্যাভরোল/ কাগজ দিয়ে ঢেকে থাকতে দেখা গেছে;
- ৯০% মোড়কের সচিত্র স্বাছ্য্য সতর্কবাণী ব্যান্তরোল দিয়ে ঢেকে থাকতে দেখা গেছে;
- ৪৯% মোডকেই "তথুমাত্র বাংলাদেশে বিক্রয়ের জন্য অনুমোদিত" মর্মে কোন বাণী প্রদান করা হয়নি:
- কোন বিভিন্ন মোড়কেই "শুধুমাত্র বাংশাদেশে বিক্রয়ের জন্য অনুমোদিত" মর্মে কোন বাণী প্রদান করা হয়নি:
- কোন সিগারেটের কার্টনেই সচিত্র স্বান্থ্য সতর্কবাণী পাওয়া যায়নি ।

বাংলাদেশে সচিত্র যাত্তা সতর্ববাদী প্রদানের পাঁচ বছর অভিক্রম হলেও মাত্র ৭৯% তামাকপণোর মোড়কে সচিত্র যাত্তা সতর্ববাদী পাওয়া গেছে। সিদারেট বাদে আইনের ধারা ১০ এর সকল উপধারা মেনে সচিত্র যাত্তা সতর্ববাদী প্রদানের হার মাত্র ০.৩%।

গবেষণার এলাকা, সময় ও পর্যবেক্ষণের সূচক

টিসিআরসি গত আগষ্ট ২০২০ থেকে ফেব্রুয়ারি ২০২১ সময়কাশ ব্যাপি সচিত্র খাস্তু সতর্কবাণীর বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণের জন্য দেশের ১৬টি জেলা হতে GHW Monitoring Software এর মাধ্যমে জরিপটির জন্য তথ্য সংগ্রহ করে এবং সেই তথ্যের ভিত্তিতে এ গরেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। গরেষণাটিতে মানিকগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ, কুমিল্লা, ফেনী, নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর, বাগেরহাট, মেহেরপুর, পাবনা, সিরাজগঞ্জ, পটুয়াখালী, ভোলা, মৌলভীবাজার, গাইবাজা, লালমনিরহাট ও জামালপুর এই ১৬টি জেলার সচিত্র আয়ু সতর্কবাণী বাস্তবায়ন পরিষ্থিতি পর্যবেক্ষণ করা হয়। প্রতিটি জেলার জেলা শহর ও একটি করে উপজেলা হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। মূলত আইনটির ১০ম ধারার প্রতিটি উপধারার সঠিক বাস্তবায়ন হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণের লক্ষ্মেই সব উপধারা গুলোকে সূচক ধ্যে এই গবেষণা কার্যক্রমটি সম্পাদন হয়েছে। সেই সাথে তামাকপণ্যটি কোন ধরনের মোড্কে মোড্কজাত করা হয়েছে সে বিধয়টিও এই গবেষণায় তলে ধরা হয়েছে।

গবেষণা ফলাফল ও আলোচনা

মোট ৯৫১ টি তামাকপণ্য সংগ্রহ করা হয়। এরমধ্যে ৩৬৩টি সিগারেট, ৪১টি বিড়ি, ৫০৪টি জর্মা ও ৪৩টি গুল। জরিপকৃত তামাকপণ্যের মোড়কের মধ্যে ৩২৮টি কাগজের মোড়ক, ১৭৫টি টিনের কৌটা, ২০৪টি প্লাস্টিকের কৌটা, ৮৫টি পলি প্যাকেট, ১০২ টি বড় মোড়ক ও ৬০টি কার্টন ছিল।

গবেষণা অনুযায়ী, জরিপকৃত তামাকপণ্যের ৭৯% শতাংশে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী পরিলক্ষিত হলেও আইনের ১০ ধারার বিভিন উপধারা অনুযায়ী মোভকে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রদানের চিত্র নিমুদ্ধপঃ

তামাকপণ্যের ধরণ	आप्लन সংখ্যा	সতর্কবাণী প্রদাদের হার	৫০ শতাংশ এলাকা জুড়ে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবানীর হার	মোড়কের উভয় দিকে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রদানের হার	তিন মাস পর পর সচিত্র দ্বাস্থ্য সতর্কবানী পরিবর্তনের অবস্থা	"শুধুমাত্র বাংলাদেশে বিক্রয়ের জন্য অনুমোদিত" বার্তা	ব্রান্ড এলিমেন্ট
সিগারেট	969	bo%	\$00%	55%	58%	95%	er%
বিড়ি	82	90%	50%	9%	৫৩%	0%	9%
कमा	608	bo%	00%	8%	98 %	0 9%	00%
শ্রু	80	50%	85%	35%	8b%	6%	00%
মোট	967	৭৯%	65%	88%	৮৩%	e5%	88%

সারণি ১: প্রথম গবেষণায় সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রদানের হার

এছাড়া আরো যেসকল বিষয় পরিলক্ষিত হয়ঃ-

- ৯০% বিভিন্ন মোড়কেই সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী ব্যান্ডরোল দিয়ে ঢাকা ছিল ৷
- ধোঁয়াবিহীন তামাকপণ্যের ৭% মোড়কে বিদেশী (পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের) সচিত্র স্বান্থ্য সতর্কবাণী ব্যবহার করেছে।
- ৬% মোভকে ছবি স্পষ্ট বা বোধগম্য নয়।
- ৩% ধোঁয়াবিহীন তামাকপণ্ডে রঙিন ছবি ব্যবহার করা হয়নি।
- ৭৩% বিভি, ৩৪% জর্দা ও ৬৩% খলের মোড়কে ছবির সাথে লিখিত সতর্কবার্তা কালো জমিনে সাদা অক্ষরে মনিত হয়নি।
- সিগারেট বাদে আইন অনুযায়ী সচিত্র সতর্কবাণী প্রদানের হার মাত্র ০.৫%।



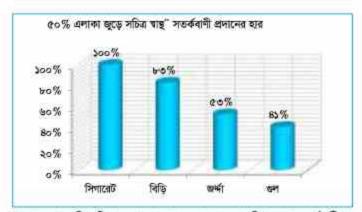
চিত্র ১: প্রথম গবেষণায় তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কের ধরণ

মোড়কে সচিত্র স্বাছ্য সতর্কবাণী উপরে হবে নাকি নিচে?

আইন অনুযায়ী মোড়কের উপরের ৫০ শতাংশ এলাকা জুড়ে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী থাকার কথা থাকলেও তামাক কোম্পানির হস্তকেপের কারণবসত অন্তবতীকালীন নির্দেশনায় দীর্ঘদিন ধরেই তা মোডকের নিচে মুদ্রণ হয়ে আসছিল।



চিত্র ২: প্রথম গবেষণায় ভিন্ন ভিন্ন তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রদানের হার



চিত্র ৩: প্রথম গবেষণায় ভিন্ন ভিন্ন তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রদানের হার

এ বিষয়ে কয়েকটি তামাক বিরোধী সংগঠন রিট করলে মহামান্য হাইকোর্ট জনস্বাস্থ্যের উপর অধিক গুরুত্বারোপ করে এবং আইনের যথাযত প্রয়োগ নিশ্চিতে মোড়কের উপরের দিকে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রদানের পক্ষে রায় দেয়। তবে এ রায় কার্যকর হতে এখনো দেখা যায়নি। তামাক কোম্পানিগুলো এখনো পর্যন্ত মোড়কের নিচেই ছবি মুদ্রণ করে আসছ। এই গবেষণায় ৯৫১টি তামাকপণ্যের মাত্র ১৮% মোড়কের ক্ষেত্রে ছবি মোড়কের উপরে পাওয়া গেছে।

প্রতিবন্ধকতা

গবেষণার প্রতিবন্ধকতাঃ

গবেষণাটি পরিচালনায় মূল প্রতিবন্ধকতা ছিল বর্তমান কোভিত-১৯ অবস্থা। লকডাউন এবং কোভিড-১৯ আতঙ্ক ও তথ্য সংগ্রহকারীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা এই গবেষণার তথ্য সংগবের বড় অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী বান্তবায়নে প্রতিবন্ধকতাঃ

তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী বাছবায়নের ক্ষেত্রেও অনেক প্রতিবন্ধকতা আছে। এর মধ্যে থেকে উল্লেখযোগ্য প্রতিবন্ধকতা তুলে করা হলোঃ

- তামাক পণ্যের মোড়কের ভিন্নতা, সাইজের ভিন্নতা, দূর্বল মোড়কজাতকরণ, কাগজে প্রিন্ট করে তা মোড়কের গায়ে সেটে লেওয়া:
- খোলা তামাক ও খুচরা শলাকা বিক্রয় সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণীর বাস্তবায়নের অন্যতম প্রধান অন্তরায়:
- প্যাকেট বা মোডকে উৎপাদনের তারিব না থাকাঃ

- ধোঁয়াবিহীন তামাকপণ্যের প্রাস্টিকের মোড়ক ও পলি মোড়কের ব্যবহার এবং বিড়ির জন্য পাতলা কাগজের মোড়ক;
- চোরাই পথে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণীবিহীন বিদেশী তামাক পণ্য দেশে আসা:
- অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় য়ানীয় পর্যায়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সঠিক মনিটরিং-এর অভাবেও পার পেয়ে যাছে
 ক্রম্পানিভলা

সুপারিশমালা

উপরোক্ত দুর্বপ দিক বিবেচনায় ও জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় , দারিদ্র বিমোচন ও অর্থনৈতিক মুক্তি লাভের লক্ষ্যে নিন্মোক্ত সুপারিশমালা গ্রহণ করা যেতে পারেঃ

- আপিল ডিভিশনের রিট পিটিশন নং ১১৭৮৫ (২০১৬) এর রায় (তারিখ: ৬ ডিসেম্বর ২০২০) অনুযায়ী তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী মোড়কের উপরের দিকে মুদ্রণ করা;
- □ সকল তামাকপণ্যের মোড়কের ৯০ শতাংশ এলাকা জুড়ে সচিত্র খাছ্য সতর্কবাণী প্রদান করা, এতে মোড়কের উপরে/নীচে ছবি প্রদানের সমস্যারও সমাধান হবে:
- বিড়ি, জর্দা ও গুলের ক্ষেত্রে মোড়কের ভিন্নতা, মোড়ক মান না থাকা, সাইজের ভিন্নতা, সচিত্র ছাছ্য সতর্কবাণী প্রদানের উপযুক্ত মোড়ক না থাকা, অতি ছোট মোড়ক, এসকল সমস্যার একমাত্র সমাধান হতে পারে Standard Packaging প্রবর্তন;
- খুচরা শলাকা ও পানের সাথে জর্জা বিক্রয় বন্ধসহ, খোলা তামাক ও সাদা পাতাকে মোড়কের আওল্রয় আনার ব্যবস্থা গ্রহণ করা:
- মোবাইল কোর্টের সংখ্যা বৃদ্ধি করা ও সচিত্র ষাছ্য সতর্কবাণীবিহীন তামাকপণ্য ধ্বংস করা এবং সংশ্রিষ্ট সকলের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- উৎপাদিত পণ্যের মোড়কে উৎপাদনকারী কোম্পানির নাম ঠিকানা সুনির্দিষ্ট করে মুদ্রণ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং
 উৎপাদনের তারিখ প্রদান বাধ্যতামূলক করা।

উপসংহার

বাংলাদেশে ১৮ মার্চ ২০২০' থেকে ২৮ জুলাই ২০২১ পর্যন্ত বিগত এক বছর চার মাসে করোনা মহামারীতে মারা গেছে ২০,০১৬জন। ব অন্যদিকে বাংলাদেশে প্রতি বছর প্রায় ১ লক্ষ ৬২ হাজার মানুষ ধূমপানের কারণে সৃষ্ট বিভিন্ন রোগে মারা যায়। পদেশের প্রায় ৪ কোটিরও বেশি মানুষ পরোক্ষ ধূমপানের শিকার। দদেশের ৩৫.৩% প্রাপ্ত বয়ন্ধ মানুষ" এবং ৬.৯% কিশোর কিশোরী তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার করে । তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ায় তামাকজনিত অসংক্রামক রোগের ঝুঁকি দিন দিন আরো বাড়ছে। তামাকজনিত ব্যাধি ও অকাল মৃত্যুর কারণে বাংলাদেশ প্রতিবছর ৩০ হাজার ৫৭০ কোটি টাকা বা ৩.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ অর্থনৈতিক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে, যা ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের জাতীয় আয়ের (জিজিপি) ১.৪ শতাংশ। তামাকের ব্যবহার কমানো গোলে দেশের জনস্বাছ্য উন্নয়নের পাশাপাশি অর্থনৈতিক, কৃষি ও পরিবেশের উন্নয়নও সন্ধব। সরকারের কাছে জনগণের প্রত্যাশা অনেক। তাই ধূমপান নিয়্মণ আইনটি বাস্তবায়নে প্রয়োজন শক্তিশালী সরকারি নজরদারি ও কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন, যা জনস্বাছ্য সুরক্ষার এবং প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমৃক্ত বাংলাদেশ গঠনে ওক্তত্বপূর্ণ ভমিকা রাখনে।

² "দেশে করোনা শনাক্ত ২৫ হাজার ছাড়াল, মোট মৃত্যু ৩৭০"। প্রথম আলো। সংগ্রহের তারিখ ২০২০-০৫-১৯।

https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%S2%E0%A6%BE%E0%A6%BE%E0%A6%A6%BE 0%A7%S7%E0%A6%B6%E0%A7%S7_%E0%A6%95%E0%A6%95%E0%A6%AD%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%A1-%E0%A7%A7%E0%A7%AF_%E0%A6%8F%E0%A6%B0_%E0%A6%B0_%E0%A6%SE0%A6%BE%E0%A6%BE%E0%A6%BE%E0%A6%BE%E E0%A6%AC%E0%A7%S0%E0%A7%80

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/bangladesh/ (view on 28 July, 2021; time: 22:02)

³ मा (जनारका आर्जनाम (The Tobacco ATLAS, 6th Edition)

https://files.tobaccoatlas.org/wp-content/uploads/2018/03/TobaccoAtlas/6thEdition/LoRes.pdf

[†] বিশ্ব ছান্তা সংখ্যা (WHO)

¹ গ্রোবাল প্রাজন্টি টোবোকো সার্ভে, ২০১৭ (GATS 2017)

⁵ Bangladesh Global Youth Tobacco Survey (GYTS) 2013.

⁷ Faruque GM et al. The Economic Cost of Tobacco Use in Bangladesh: A Health Cost Approach, Bangladesh Cancer Society (2019).

विश्ववाहि २०२२

'আইন অনুযায়ী তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে সচিত্র স্বাছ্য সতর্কবাণী বাছবায়ন- বর্তমান অবছা' দ্বিতীয় গবেষণা প্রতিবেদন

मानाउँ इंगानाजी २००० ENTERN TIGHT SERVE লিচ্চত ভাষাক নিয়াল महित मानदृष्ट् मा ठामाङ **्टान्मर्गात शहना** । विभिन्नतील कडक SALL OF EXPER মুখ্যের উপর পরিচালিক "ধুছপান ও তামাকলাত मुदा शास्त्रास्त्र (निकाप) THE "Scot " AT be गता यह स्तल उश्राहा য়োৰ সহিত্ৰ সময়। भट्टना द्रमाना शत WHITE EXPENDED 医阴影 毒素

















টোব্যকো কট্রেল এক রিসর্র লেল (টিলিয়ারলি) ভাষা ইক্টারনালনলে ইউনিয়ার্নিট

আপিল ডিভিশনের রায় অমান্য করেই তামাকপথ্যের মোড়কের নিচের দিকে সচিত্র যায়্য সতর্কবাদী মুদ্রদ করছে তামাক কোম্পানিকলো

'বুমপান ও আনকলাত প্রকা ক্রকার (নিজ্ঞাণ) আইন, ২০০৫ (সংশোধনী ২০০৩)' কা ধারা ১০ জনুবারী সকল ভাষাকলাত প্রকার পারকেট, মোড়ক, কার্টন গা কৌটার উভর পরস্থা মূল প্রকাশী তালর উপত্রিক্তাণ জনুৱা পতকরা পরাধা কাপ পরিমাণ হ্রান ক্ষুত্র তাবাকলাত প্রকার ব্যবহারের কারণে সুই ক্ষতি সম্পর্কিত বাহিন হবি ৩ লেক্স সংগতি সান্ত্র সতর্কবার্ণী মুদ্রণ করা বাহ্যতান্ত্রণক। টিলিমাবনির গণেষপায় দেখা বায়, ১২% আমাকপানা সচিত্র
ছান্ত্র সতর্জনালী মুন্তুন হলেও তাতে অনেক জাঁক ছিল। আইন
অনুযালী মোন্তকের ৫০ শতহাশ এলাকা জান্তে সচিত্র ছান্তলাতা রাগানের হার মাত্র ৫৮%। মোন্তকের উল্লেখিক সচিত্র
ছান্ত্র, সতর্জনালীর মুন্তলের হার ৩৭% একা ডে.% মোন্তকে
নির্দিষ্ট মোন্তানের ছবি পরিকাজিত হারনি। বাছান্তা কোন
নিগানেটোর কার্টনেই সচিত্র ছান্ত্র সতর্জনালী পারান্তা হারনি।

আইন অনুযায়ী তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে সচিত্র স্বান্থ্য সতর্কবাণী বাস্তবায়ন- বর্তমান অবস্থা শ্বিতীয় গবেষণার ফল প্রকাশ

২৪ টি জেলায় পরিচালিত জরিপের ফলাফল ও তথ্য প্রকাশ

প্রারম্ভিক

বাংগাদেশ সরকার জনখাস্থ্যের উপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করে ২০১৩ সালে 'ধুমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫' আইনটি সংশোধন করে। সংশোধিত আইনের ধারা ১০ অনুযায়ী সকল তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট, মোড়ক, কার্টন বা কৌটার উভয় পার্শ্বে মূল প্রদর্শনী তলের উপরিভাগে অনুন্য শতকরা পঞ্চাশ ভাগ পরিমাণ ছান জুড়ে তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহারের কারণে সৃষ্ট ক্ষতি সম্পর্কিত রঙ্গিন ছবি ও পোখা সম্বণিত শ্বান্থ্য সতর্কবাণী মূদ্রণ করা বাধ্যতামূলক। তবে তামাক কোম্পানির হন্তক্ষেণের কারণে প্রায় দুই বছর পর আইনটির বিবিমালা পাশ হয় ২০১৫ সালে। এই বিধিমালা অনুযায়ী ১৯ মার্চ ২০১৬ হতে সকল তামাকজাত পণ্যের মোডকে ছবিসহ শ্বান্থ্য সতর্কবার্তা প্রদান করা বাধ্যতামূলক করা হয়।

সচিত্র খাছ্য সতর্কবাণী বিনামূল্য তামাক সেবীদের কাছে তামাক ব্যবহারের খাছ্যগত ক্ষতি সম্পর্কিত বার্তা পৌছে দিয়ে মানুষকে সচেতন করে। পাশাপাশি যারা পড়তে পারেন না তারাও তামাকের ভয়াবহতা সহজেই বুঝতে পারেন। বিশের বিভিন্ন দেশে সচিত্র খাছ্য সতর্কবাণীর সুফল পাওয়া গেছে। ফলে তামাক কোম্পানিগুলো এই সর্তকবার্তা দিতে গড়িমসি করে এবং একটি মামলার মাধ্যমে সচিত্র খাছ্য সতর্কবাণীটি উপরে দেবার বদলে নিচে প্রদান করে।

সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী তামক নিয়ন্ত্রণের একটি অন্যতম কার্যকরী পত্ম। তাই বাংলাদেশে তামাকজ্ঞাত দ্রব্যের মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণীর সঠিকভাবে প্রদান হচ্ছে কি না, তা পর্যবেক্ষণের জন্য টোব্যাকো কর্ট্রোল এন্ড রিসার্চ সেল (টিসিআরসি) গত ১৯ মার্চ ২০১৬ থেকি দেশের সকল জেলাগুলো থেকে তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে নিয়মিতভাবে পর্যবেক্ষণমূলক গবেষণা করে আসছে ও তিনমাস অন্তর অন্তর তা প্রকাশের মাধ্যমে সার্বিক পরিস্থিতি তুলে ধরছে।

গবেষণার উল্লেখযোগ্য ফলাফল

টিসিআরসির গবেষণায় বেশ কিছু বিষয় উঠে এসেছে, তবে এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ

- ৮২% তামাকপণ্যের মোড়কে সচিত্র শ্বাস্থ্য সতর্কবাণী পাওয়া গেছে:
- ২৫% মোডকে ব্র্যান্ড এলিমেন্ট পাওয়া গেছে;
- ৫% মোড়কে আইনে প্রদত্ত ছবি না দিয়ে পাশ্ববর্তী দেশের ছবি মুদ্রণ করতে দেখা গেছে;
- ২১% মোডকে নির্দিষ্ট মেয়াদের ছবি পরিলক্ষিত হয়নিঃ
- ৪৪% মোড়কেই পঞ্চাশ শতাংশ এলাকা জুড়ে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাপী মুদ্রণ করা হয়নিং
- ৭২% মোড়কেরই নিচের দিকে ছবিসহ খাছ্যু সতর্কবাণী মৃদ্রিত হয়েছে:
- ৬৩% মোডকের উভয়পাশে এই সতর্কবাণী মদণ করা হয়নিঃ
- ১০% মোডকে ছবির সাথে শিখিত বার্তা প্রদান করেনি:
- ৭৫% মোড়কে ছবি ও লেখার অনুপাত ছিল ৬:১:
- ২১% মোড়কের সচিত্র শ্বাস্থ্য সতর্কবাণীর সালে কালো জমিনে সাদা অক্ষরে লিখিত বার্তা মুদ্রণ করা হয়্যনি;
- ৮% মোড়কের সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী স্ট্যাম্প/ ব্যাভরোগ/ কাগজ দিয়ে চেকে থাকতে দেখা গেছে;
- ৭৩% বিভিন্ন মোডকের সচিত্র শ্বাস্থ্য সতর্কবাণী ব্যান্ডরোল দিয়ে তেকে থাকতে দেখা গেছে:
- ৫০% মোড়কেই "তথুমাত্র বাংলাদেশে বিক্রয়ের জন্য অনুমোদিত" মর্মে কোন বাণী প্রদান করা হয়নিঃ
- কোন সিগারেটের কার্টনেই সচিত্র স্বাছ্যু সতর্কবাণী পাওয়া যায়নি।

গবেষণার এলাকা , সময় ও পর্যবেক্ষণের সূচক

টিসিআরসি গত মার্চ ২০২১ থেকে সেন্টেম্বর ২০২১ সময়কাল ব্যাপি সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণীর বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণের জন্য দেশের ২৪টি জেলা হতে GHW Monitoring Software এর মাধ্যমে জরিপটির জন্য তথা সংগ্রহ করে এবং সেই তথ্যের ভিত্তিতে এ গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। গবেষণাটিতে গাজীপুর, গোপালগঞ্জ, মুলিগঞ্জ, নরসিংসী, রাজবাড়ি, শরীয়তপুর, চাঁদপুর, বঙড়া, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নাটোর, রাজশাহী, চুয়াডাঙ্গা, যশোর, কৃষ্টিয়া, নড়াইল, সাতক্ষীরা, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, নীলফামারি, পঞ্চগড়, ময়মনসিংহ ও শেরপুর এই ২৪টি জেলার সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী বাস্তবায়ন পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা হয়। প্রতিটি জেলার জেলা শহর ও একটি করে উপজেলা হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। মূলত আইনটির ১০ম ধারার প্রতিটি উপধারার সঠিক বাস্তবায়ন হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণের লক্ষ্যেই সব উপধারা ওলোকে সূচক ধরে এই গবেষণা কার্যক্রমটি সম্পাদন হয়েছে। সেই সাথে তামাকপণ্যটি কোন ধরনের মোডকে মোডকজাত করা হয়েছে সে বিষয়টিও এই গবেষণায় তলে ধরা হয়েছে।

২০২১ সালের মার্চ হতে সেন্টেমা-এই ছব মাসের কথ্যানুষায়ী, বাংলাদেশে সচিত্র খাছা সতর্কবাণী প্রদানের ছব বছর অতিক্রম হলেও মাত্র ৮২% তামাকলপ্রের মোড়কে সচিত্র খাছা সতর্কবাণী পাওয়া পেছে।

গ্ৰেষণা ফলাফল ও আলোচনা

মোট ১২৮৮ টি তামাকপণ্য সংগ্রহ করা হয়। এরমধ্যে ৩৭০টি সিগারেট, ৬৭টি বিড়ি, ৭৬৪টি জর্দা ও ৮৭টি ওল। জরিপকৃত তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কের মধ্যে ৩৭৪টি কাগজের মোড়ক, ৩০৯টি টিনের কৌটা, ২৭৮টি প্লাস্টিকের কৌটা, ১৬০টি পলি প্যাকেট, ৬৭ টি বড় মোড়ক ও ৪৬টি কার্টন ছিল।

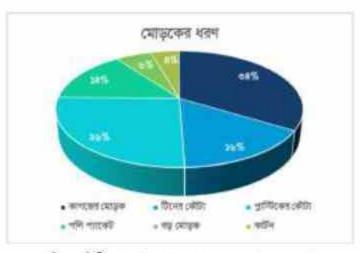
গবেষণা অনুযায়ী, জরিপকৃত তামাকপণ্যের ৮২% শতাংশে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী পরিলক্ষিত হলেও আইনের ১০ ধারার বিভিন উপধারা অনুযায়ী মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রদানের চিত্র নিমুব্রপঃ

তামাকজাত দ্রব্যের ধরণ	भाष्यम भःश्रा	সতর্কবাণী প্রদানের হার	৫০ শতাংশ এলাকা জুড়ে সচিত্র স্বাছ্য সতর্কবানীর হার	মোড়কের উভয় দিকে সচিত্র ছাছ্য সতর্কবাণী প্রদানের হার	তিন মাস পর পর সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবানী পরিবর্তনের অবস্থা	"তধুমাত্র বাংলাদেশে বিক্রম্যের জন্য অনুমোদিত" বার্তা	ব্রান্ড এলিমেন্ট
সিগারেট	৩৭০	be%	>8%	26%	৮৯%	br&%	26%
বিড়ি	৬৭	5¢%	50%	29%	69%	29%	30%
জদ	968	83%	O> %	b%	96%	o&%	29%
कुल	৮৭	99%	20%	35%	ec%	22%	25%
মোট	2500	62%	05%	৩৭%	95%	00%	20%

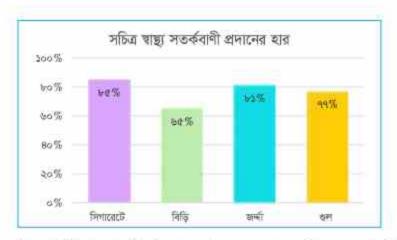
সারণি ২: বিতীয় গবেষণায় সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রদানের হার

এছাভা আরো যেসকল বিষয় পরিলক্ষিত হয়ঃ-

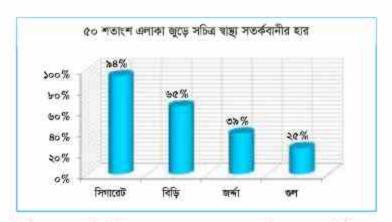
- ধৌয়াযুক্ত তামাকজাত ব্রব্যের মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রদানের হার ৮৩%
- ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্যের মোডকে সচিত্র স্বান্থ্য সতর্কবাণী প্রদানের হার ৮১%।
- ৭৩% বিভিন্ন মোডকেই সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী ব্যাভরোল দিয়ে ঢাকা ছিল।
- ধোঁয়াবিহীন তামাকপণ্যের ৪৪টি মোড়কে (৫%) বিদেশী (পার্শ্ববর্তী দেশের) সচিত্র খাছ্য সতর্কবাণী ব্যবহার করেছে।
- ১০% মোডকে ছবি স্পষ্ট বা বোধগম্য নয়।
- ১০% ভামাকপণ্যে রঙিন ছবি ব্যবহার করা হয়নি।
- ১০৮টি মোডকে সচিত্র খাষ্ট্রা সতর্কবাণী থাকলেও তার সাথে লিখিত বার্তা ছিল না ।
- ১২% বিড়ি, ২৭% জর্দা ও ৫০% গুলের মোড়কে ছবির সাথে লিখিত সতর্কবার্তা কালো জমিনে সালা অক্ষরে মূদ্রিত হয়নি।



চিত্র ৪: দ্বিতীয় গবেষণায় তামাকজাত দ্রব্যের মোডকের ধরণ



চিত্র ৫: দ্বিতীয় গবেষণায় ভিন্ন ভিন্ন তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে সচিত্র দ্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রদানের হার



চিত্র ৬: ছিতীয় গবেষণায় ভিন্ন ভিন্ন তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রদানের হার

মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সত্রকবাণী উপরে হবে নাকি নিচে?

আইন অনুযায়ী মোড়কের উপরের ৫০ শতাংশ এলাকা জুড়ে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী থাকার কথা থাকলেও তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপের কারণবসত অন্তবতীকালীন নির্দেশনায় দীর্ঘদিন ধরেই তা মোড়কের নিচে মুদ্রণ হয়ে আসছিল। এ বিষয়ে কয়েকটি তামাক বিরোধী সংগঠন রিট করলে মহামান্য হাইকোট জনস্বাস্থ্যের উপর অধিক গুরুত্বারোপ করে এবং আইনের যথাযত প্রয়োগ নিশ্চিতে মোড়কের উপরের দিকে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রদানের পক্ষে রায় দেয়। তবে এ রায় কার্যকর হতে এখনো দেখা যায়নি। তামাক কোম্পানিগুলো এখনো পর্যন্ত মোড়কের নিচেই ছবি মুদ্রণ করে আসছ। এই গবেষণায় ১২৮৮টি তামাকপণ্যের মাত্র ২৭% মোড়কের ক্ষেত্রে ছবি মোড়কের উপরে পাওয়া গেছে।

প্রতিবন্ধকতা গবেষণার প্রতিবন্ধকতাঃ

গবেষণাটি পরিচালনায় মূল প্রতিবন্ধকতা ছিল বর্তমান কোভিড-১৯ অবস্থা। লকডাউন এবং কোভিড-১৯ আতম্ব ও তথ্য সংগ্রহকারীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা এই গবেষণার তথ্য সংগ্রহের বড় অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী বান্তবায়নে প্রতিবন্ধকতাঃ

তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও অনেক প্রতিবন্ধকতা আছে। এর মধ্যে থেকে উল্লেখযোগ্য প্রতিবন্ধকতা তুলে করা হলোঃ

- তামাক পণ্যের মোড়কের তিন্নতা, সাইজের তিন্নতা, দুর্বল মোড়কজাতকরণ, কাগজে প্রিন্ট করে তা মোড়কের গায়ে সেটে
 দেওয়া:
- খোলা তামাক ও খুচরা শলাকা বিক্রয় সচিত্র খাস্থ্য সতর্কবালীর বাস্কবায়নের অন্যতম প্রধান অন্তরায়;
- প্যাকেট বা মোড়কে উৎপাদনের তারিখ না থাকা:

- ধোয়াবিহীন তামাকপণের প্রাস্টিকের মোডক ও পশি মোডকের ব্যবহার এবং বিভির জন্য পাতলা কাপজের মোডক:
- চোরাই পথে সচিত্র খাদ্রা সতর্কবাণীবিহীন বিদেশী তামাক পণা দেশে আসা:
- অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় দ্বানীয় পর্যায়ের দায়িত্রপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সঠিক মনিটরিং-এর অভাবেও পার পেয়ে যায়েছ কোম্পানিগুলো

সুপারিশ্যালা

উপরোক্ত দুর্বল দিক বিবেচনায় ও জনখাস্থ্য সরক্ষায়, দারিদ্র বিমোচন ও অর্থনৈতিক মুক্তি লাভের লােদ্য নিন্মোক্ত সুপারিশমালা গ্রহণ করা যেতে পারেঃ

আপিল ডিভিশনের রিট পিটিশন নং ১১৭৮৫ (২০১৬) এর রায় (তারিখ: ৬ ডিসেম্বর ২০২০) অনুযায়ী তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী মোড়কের উপরের দিকে মুদ্রণ করা;
를 위한다고 한 번드 사건, 마장 시대 전에 사면 회에 없는 것이라면 하는데 이렇게 했다면서 모르는데 목모를 하고 있다고 있다고 있다. 그 모르는데 모르는데 프로그램 프로그램 프로그램 프로그램 프로그램 프로그램 프로그램 프로그램
বিড়ি, জর্দা ও ওলের ক্ষেত্রে মোড়কের ভিন্নতা, মোড়ক মান না থাকা, সাইজের ভিন্নতা, সচিত্র খাস্থা সতর্কবাণী প্রদানের উপযুক্ত মোড়ক না থাকা, অতি ছোট মোড়ক, এসকল সমস্যার একমাত্র সমাধান হতে পারে Standard Packaging প্রবর্তন;
খুচরা শলাকা ও পানের সাথে জর্মা বিক্রয় বন্ধসহ , খোলা তামাক ও সাদা পাতাকে মোড়কের আওভায় আনার ব্যবস্থা গ্রহণ করাঃ
মোবাইল কোর্টের সংখ্যা বৃদ্ধি করা ও সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণীবিহীন তামাকপণ্য ধ্বংস করা এবং সংখ্রিষ্ট সকলের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা:
উৎপাদিত পণ্যের মোড়কে উৎপাদনকারী কোম্পানির নাম ঠিকানা সুনির্দিষ্ট করে মুদ্রুণ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং উৎপাদনের তারিখ প্রদান বাধ্যতামূলক করা।

উপসংহার

বাংলাদেশে ১৮ মার্চ ২০২০ থেকে ২৮ জলাই ২০২১ পর্যন্ত বিগত এক বছর চার মাসে করোনা মহামারীতে মারা গেছে ২০.০১৬জন। স্বন্যদিকে বাংলাদেশে প্রতি বছর প্রায় ১ লক্ষ ৬২ হাজার মানুষ ধমপানের কারণে সম্ভ বিভিন্ন রোগে মারা যায়। স্ দেশের প্রায় ৪ কোটিরও বেশি মানুষ পরোক্ষ ধুমপানের শিকার।" দেশের ৩৫.৩% প্রাপ্ত বয়ন্ধ মানুষ^{স্ত} এবং ৬.৯% কিশোর কিশোরী তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার করে^{১০}। তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ায় তামাকজনিত অসংক্রামক রোগের ঝুঁকি দিন দিন আরো বাড়ছে। তামাকজনিত ব্যাধি ও অকাল মতার কারণে বাংলাদেশ প্রতিবছর ৩০ হাজার ৫৭০ কোটি টাকা বা ৩.৬ বিলিয়ন মার্কিন ভণারের সমপরিমাণ অর্থনৈতিক ক্ষতির সন্থবীন হচ্ছে, যা ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের জাতীয় আয়ের (জিডিপি) ১.৪ শতাংশ।^{১৮} তামাকের ব্যবহার কমানো গেলে দেশের জনখাছা উন্নয়নের পাশাপাশি অর্থনৈতিক, কৃষি ও পরিবেশের উন্নয়নও সম্ভব। সরকারের কাছে জনগণের প্রত্যাশা অনেক। তাই ধমপান নিয়ন্ত্রণ আইনটি বাছবায়নে প্রয়োজন শক্তিশালী সরকারি নজরদারি ও কঠোর পদক্ষেপ গ্ৰহণ করা একান্ত প্রয়োজন, যা জনস্বাস্থ্য সরক্ষার এবং প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গঠনে গুরুতপর্ণ ভূমিকা রাখবে।

⁸ "দেশে করোনা শনাক্ত ২৫ হাজার ছাড়াল, মোট মৃত্যু ৩৭০"। প্রথম আলো। সংগ্রহের ভারিষ ২০২০-০৫-১৯।

https://bn.wikippedia.org/wiki/%E0%A6%A6%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A6%A6%E 0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A7%87_%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%A6%A1-%E0%A7%A7%E0%A7%A7%E0%A6%AF_%E0%A6%SF%E0%A6%B0_%E0%A6%AC%E0%A7%88%E0%A6%B6%E0%A7%8D% E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%991 %E0%A6%AE%E0%A6%B9%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E 0%A6%B0%E0%A7%80

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/bangladesh/(view on 28 July, 2021; time: 22:02)

¹⁰ मा दीनाएका आप्रिमान (The Tobacco ATLAS, 6th Edition)

https://files.tobaccoatlas.org/wp-content/uploads/2018/03/TobaccoAtlas_6thEdition_LoRes.pdf া বিশ্ব মাধ্য সংখ্যা (WHO)

¹² গ্ৰোৰাল এনজানী টোনাকো সাৰ্চে, ২০১৭ (GATS 2017)

¹³ Bangladeth Global Youth Tobacco Survey (GYTS) 2013.

¹⁴ Faruoue GM et al. The Economic Cost of Tobacco Use in Bangladesh: A Health Cost Approach, Bangladesh Cancer Society (2019).

विनिवासनि **जानु**ग्राति २०२२

'আইন অনুযায়ী তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী বাস্তবায়ন- বর্তমান অবস্থা' তৃতীয় গবেষণা প্রতিবেদন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকসুক্ত বাংলাদেশ গড়ার মোখনা দিশেও তামাক নিয়েশ আইন মানকে না তামাক কোশোনিকলো।

টিনিআন্তনির কর্ত্তক দেশের ২৪টি জেলার ১৫৫২ টি ত্যাকজাত প্রবেশনা টেপর পরিচালিত গবেষণানা দেখা যান, ত্যাকলগোর মোড়কে "বৃন্দান ও তাযাকজাত প্রবা বাবহার (নিয়েল) আইন ২০০৫" এর ১০ ধারা এর মকল উপধারা মেনে সভিত্র হত্যে সতর্কনানী প্রকানের হার অনাকালিতভারেই অনেক কম।



"২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে ভামাকমুক্ত করতে হবে।" - মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ ছাসিনা





টোনাবের কট্রেল এক বিদার্চ সেল (উলিয়ার্রনি) একা ইন্টারন্যালনাল ইউনিয়ার্নিটি

www.tcredin.org

তামাকপণোর মোড়কে সচিত্র খাছ্য সতর্কবাদী মুদ্রণের হার বাড়লেও আইন অনুযায়ী সতর্কবাত মুদ্রণে অগ্রগতি হতাশাজনক

'গুমলান ও আমাকজাত প্রবা বাবমান (নিয়েশ) স্বাধীন,
২০০৫ (সংশোকনী ২০১৫)' এই পানা ১০ অনুযায়ী সকল
ভাষাকজাত প্রবাধ লাকেটা, মোড়ক, কার্টন বা কৌটাও
উভা লার্ডে ফুল প্রদর্শনী ভাগের উপরিভাগে অনুনা শতকর।
শক্ষাক তাল পরিমান ছাল স্কুড়ে ভাষাকজাত প্রবাধ বাবমারের
কারণে স্কুড় অভি সম্পর্কিত রক্ষিন ছবি ও লেখা সম্প্রিত স্বাভ্রু
সম্ভাবিদানী স্কুল করা সাধ্যক্রাক্ষাক।

টিনিজালনি গৰেষণাথ দেখা যায়, ৮২% ভাষ্যকলণে সহিত্ৰ ছাত্ৰ সকৰ্বনাৰী মূল্যৰ মদেও ভাৱে অনেক গালেছিল। আইন অনুষায়ী মোড়াকো ৩০ শতাংশ এলাকা ছাত্ৰ সহিত্ৰ ছাত্ৰ ৰাজ্য প্ৰদানেৰ মান মান ৩৮%। মোড়াকো উভ্যানিকে সহিত্ৰ ছাত্ৰা সকৰ্বনাৰ্থীৰ মৃত্যুগৰ যাৰ ৩৮% একং ৮৩% মোড়াকা নিকিট্ট মোড়াকো ছবি শক্তিকিত হয়। এছাড়া তোল নিকাই মোড়াকাই মহিত্ৰ ছাত্ৰ সকৰ্মকাৰী শাল্যা যামনি।



২০২১ সালের মার্চ হতে সেপ্টেম্বর-এই ছয়

মাসের তথ্যানুযায়ী, বাংলাদেশে সচিত্র স্বাস্থ্য

সতর্কবাণী প্রদানের ছয় বছর অতিক্রম হলেও

মাত্র ৮২% তামাকপণ্যের মোড়কে সচিত্র স্বাছ্য

সতর্কবাণী পাওয়া গেছে।

আইন অনুযায়ী তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী বাস্তবায়ন- বর্তমান অবস্থা ততীয় গ্রেষণার ফল প্রকাশ

২৪ টি জেলায় পরিচালিত জরিপের ফলাফল ও তথ্য প্রকাশ

প্রারম্ভিক

বাংশাদেশ সরকার জনখাস্থ্যের উপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করে ২০১৩ সালে 'ধুমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়েছণ) আইন, ২০০৫' আইনটি সংশোধন করে। সংশোধিত আইনের ধারা ১০ অনুযায়ী সকল তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট, মোড়ক, কার্টন বা কৌটার উভয় পার্শে মূল প্রদর্শনী তলের উপরিভাগে অনুন্য শতকরা পঞ্চাশ ভাগ পরিমাণ স্থান জুড়ে তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহারের কারণে সৃষ্ট ক্ষতি সম্পর্কিত রঙ্গিন ছবি ও লেখা সম্থালিত স্বাস্থ্য সতর্কবাণী মুদ্রণ করা বাধ্যতামূলক। তবে তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপের কারণে প্রায় দুই বছর পর আইনটির বিধিমালা পাশ হয় ২০১৫ সালে। এই বিধিমালা অনুযায়ী ১৯ মার্চ ২০১৬ হতে সকল তামাকজাত পণ্যের মোড়কে ছবিসহ স্বাস্থ্য সতর্কবার্তা প্রদান করা বাধ্যতামূলক করা হয়।

সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী বিনা মূল্যে তামাকসেবীদের কাছে তামাক ব্যবহারের স্বাস্থ্যগত ক্ষতি সম্পর্কিত বার্তা পৌছে দিয়ে মানুষকে সচেতন করে। পাশাপাশি যারা পড়তে পারেন না তারাও তামাকের ভয়াবহতা সহজেই বুঝতে পারেন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণীর সুফল পাওয়া গেছে। ফলে তামাক কোম্পানিগুলো এই সর্তকবার্তা দিতে গড়িমসি করে এবং একটি মামলার মাধ্যমে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণীটি উপরে দেবার বদলে নিচে প্রদান করে।

সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী তামাক নিয়ন্ত্রণের একটি অন্যতম কার্যকরী পছা। তাই বাংলাদেশে তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণীর সঠিকভাবে প্রদান হচ্ছে কি না, তা পর্যবেক্ষণের জন্য টোব্যাকো কট্টোল এন্ড রিসার্চ সেল (টিসিআরসি) গত ১৯ মার্চ ২০১৬ থেকে দেশের সকল জেলাগুলো থেকে তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে নিয়মিতভাবে পর্যবেক্ষণমূলক গবেষণা করে আসছে ও তিনমাস অন্তর অন্তর তা প্রকাশের মাধ্যমে সার্বিক পরিস্থিতি তুলে ধরছে।

গবেষণার এলাকা, সময় ও পর্যবেক্ষণের সূচক

টিসিআরসি গত সেপ্টেম্বর ২০২১ থেকে ডিসেম্বর ২০২১ সময়কাল ব্যাপি সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণীর বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণের জন্য দেশের ২৪টি জেলা হতে GHW¹⁵ Monitoring Software এর মাধ্যমে জরিপটির জন্য তথ্য সংগ্রহ করে এবং সেই তথ্যের ভিত্তিতে এ গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। গবেষণাটিতে ঢাকা, ফরিদপুর, মাদারীপুর, কিশোরগঞ্জ, টাঙ্গাইল, চট্টগ্রাম, বাল্ববান, কক্সবাজার, রাগ্রমাটি, খাগড়াছড়ি, ব্রাক্ষণবাড়িয়া, জয়পুরহাট, নওগা, খুলনা, বিনাইনহ, মাগুরা, বরিশাল, বরগুনা, সিলেট, রংপুর, ঠাকুরগাও, কুড়িগ্রাম, দিনাজপুর ও নেত্রকোনা এই ২৪টি জেলার সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী বাস্তবায়ন পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা হয়। প্রতিটি জেলার জেলা শহর ও একটি করে উপজেলা হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। মূলত আইনটির ১০ম ধারার প্রতিটি উপধারার সঠিক বাস্তবায়ন হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণের লক্ষ্ণেই সব উপধারা গুলোকে সূচক ধরে এই গবেষণা কার্যক্রমটি সম্পাদন হয়েছে। সেই সাথে তামাকপণ্যটি কোন ধরনের মোড়কে মোড়কজাত করা হয়েছে সে বিষয়টিও এই গবেষণায় তুলে ধরা হয়েছে।

গবেষণার উল্লেখযোগ্য ফলাফল

টিসিআরসির গবেষণায় বেশ কিছু বিষয় উঠে এসেছে, তবে এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ

- ৮২% তামাকপণ্যের মোড়কে সচিত্র দ্বাস্থ্য সতর্কবাণী পাওয়া গেছে;
- ৪% মোড়কে আইনে প্রদত্ত ছবি না দিয়ে পাশ্ববতী দেশের ছবি
 মুদ্রণ করতে দেখা গেছে;
- ৮৩% মোড়কে নির্দিষ্ট মেয়াদের ছবি পরিলক্ষিত হয়েছে;
- ৫৮% মেড়কেই পঞ্চাশ শতাংশ এলাকা জুড়ে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী মৃত্রণ করা হয়েছে;
- ২৮% মোড়কের উপরের দিকে ছবিসহ স্বাস্থ্য সতর্কবাণী মুদ্রিত হয়েছে;
- ৬২% মোড়কের উভয়পাশে এই সতর্কবাণী মৃদ্রণ করা হয়নিঃ
- ৪% মোড়কে ছবির সাথে শিখিত বার্তা প্রদান করেনি:
- ১৮% মোডকের লিখিত সতর্কবাণী কালো জমিনে সাদা অক্ষরে মুদ্রিত হয়নিং
- ৮১% মোড়কে ছবি ও লেখার অনুপাত ছিল ৬:১;
- ৭% মোড়কের সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী স্ট্যাম্প/ ব্যান্তরোল/ কাগজ দিয়ে ঢেকে থাকতে দেখা গেছে;

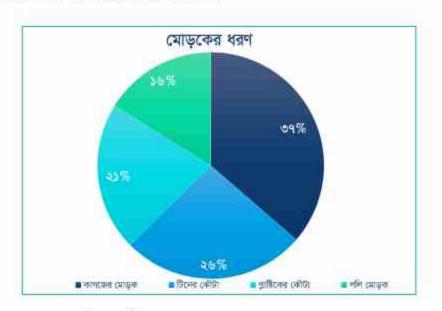
.

¹⁵ GHW = Graphic Health Warning (সচিত্ৰ স্বাছ্য সতৰ্কবাণী)

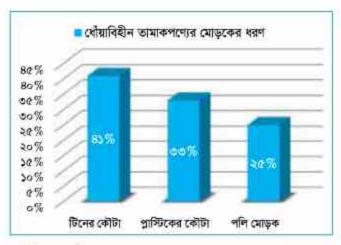
- ৫১% মোড়কেই "গুধুমাত্র বাংলাদেশে বিক্রয়ের জন্য অনুমোদিত" মর্মে কোন বাণী প্রদান করা হয়নি;
- ৭১% বিভিন্ন মোড়কের সচিত্র স্বান্থ্য সতর্কবাণী ব্যান্ডরোল দিয়ে ঢেকে থাকতে দেখা গেছে;
- কোন সিগারেটের কার্টনেই সচিত্র খাছ্য সতর্কবাণী পাওয়া যায়নিং

গ্ৰেষণা ফলাফল ও আলোচনা

মোট ১৫৫২ টি তামাকপণ্যের তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এর মধ্যে ৫১১ টি সিগারেট, ৮৫ টি বিড়ি, ৮৫৯ টি জর্মা ও ৯৭ টি জন। জরিপকৃত তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কের মধ্যে ৫০৫ টি কাগজের মোড়ক, ৩৬৪ টি টিনের কৌটা, ২৯৫ টি প্লাস্টিকের কৌটা, ২২২ টি পলি প্যাকেট, ৯২ টি বড় মোড়ক ও ৫৯ টি কার্টন ছিল।



চিত্র ৭: কৃতীয় গবেষণায় তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কের ধরণ



চিত্র ৮: তৃতীয় গবেষণায় তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কের ধরণের হার

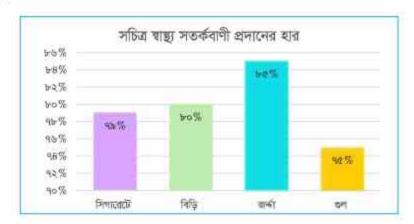
গবেষণা অনুযায়ী, জরিপকৃত তামাকপণ্যের ১২৭২ টির মোড়কে সচিত্র স্বাস্ত্র্য সতর্কবাণী প্রদান করা হলেও আইনের ১০ ধারার উল্লেখযোগ্য উপধারা অনুযায়ী মোড়কে সচিত্র স্বাস্ত্র্য সতর্কবাণী প্রদানের চিত্র নিমুক্তপঃ

সারণি ৩: তৃতীয় গবেষণায় সচিত্র স্বান্থ্য সতর্কবাণী প্রদানের হার

তামাকজাত দ্রব্যের ধরণ	স্যাম্প ল সংখ্যা	সতর্কবাণী প্রদানের হার	৫০ শতাংশ এলাকা জুড়ে সচিত্র স্বাছ্য সতর্কবানীর হার	মোড়কের উভয় দিকে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাপী প্রদানের হার	তিন মাস পর পর সচিত্র স্বাছ্য সতর্কবানী পরিবর্তনের অবস্থা
সিগারেট	627	93%	29%	300%	àb%
বিড়ি	bQ	bo%	88%	39%	98%
জর্দা	৮৫৯	be%	80%	8%	96%
গুল	৯৭	94%	38%	8%	96%

এছাড়া আরো যেসকল বিষয় পরিলক্ষিত হয়ঃ-

- ধোঁয়াযুক্ত তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে সচিত্র খাস্থ্য সতর্কবাণী প্রদানের হার ৭৯%
- ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রদানের হার ৮৮%।
- ধৌয়াবিহীন তামাকপণ্যের ৫৩ টি মোড়কে (৪%) বিদেশী (পার্শ্ববর্তী দেশের) সচিত্র স্বায়্থ্য সতর্কবাণী ব্যবহার করেছে।
- ১৩% মোড়কে ছবি স্পষ্ট বা বোধগম্য নয়।
- ৭% তামাকপণ্যে রঙিন ছবি ব্যবহার করা হয়নি।
- ৫৫% বিড়ি, ২০% জর্লা ও ৬৯% গুলের মোড়কে ছবির সাথে লিখিত সতর্কবার্তা কালো জমিনে সাদা অক্ষরে মুদ্রিত হয়নি।



চিত্র ৯: তৃতীয় গবেষণায় ভিন্ন ভিন্ন তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রদানের হার



চিত্র ১০: তৃতীয় গবেষণায় ভিন্ন ভিন্ন তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রদানের হার

প্রতিবন্ধকতা

গ্ৰেষণার প্রতিবন্ধকতা:

গবেষণাটি পরিচালনায় মূল প্রতিবন্ধকতা ছিল বর্তমান কোভিড-১৯ অবস্থা। লকডাউন এবং কোভিড-১৯ আতঙ্ক ও তথ্য সংগ্রহকারীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা এই গবেষণার তথ্য সংগহের বড় অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাদী বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা:

তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও অনেক প্রতিবন্ধকতা আছে। এর মধ্যে থেকে উল্লেখযোগ্য প্রতিবন্ধকতা তলে করা হলাঃ

- 🕨 তামাক পণ্যের মোডকের ভিন্নতা, সাইজের ভিন্নতা, দর্বল মোডকঞ্চাতকরণ, কাগজে প্রিণ্ট করে তা মোডকের গায়ে সেটে
- খোলা তামাক ও খচরা শলাকা বিক্রয় সচিত্র স্বাছ্য সতর্কবাণীর বান্তবায়নের অন্যতম প্রধান অন্তরায়:
- প্যাকেট বা মোডকে উংপাদনের তারিখ না থাকা:
- ধোয়াবিহীন তামাকপুণের প্রাক্তিকের মোডক ও পলি মোডকের ব্যবহার এবং বিভির জন্য পাতলা কাগজের মোডক:
- চোরাই পথে সচিত্র স্বাদ্ধ্য সতর্কবাণীবিহীন বিদেশী তামাক পণা দেশে আসা:
- অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় দ্বানীয় পর্যায়ের দায়িতপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সঠিক মনিটরিং-এর অভাবেও পার পেয়ে যায়েত কোম্পানিগুলো

সুপারিশমালা

উপরোক্ত দুর্বল দিক বিবেচনায় ও জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায়, দারিদ্র বিমোচন ও অর্থনৈতিক মুক্তি লাভের লক্ষ্যে নিন্মোক্ত সুপারিশমালা গ্রহণ করা যেতে পারেঃ

আপিল ডিভিশনের রিট পিটিশন নং ১১৭৮৫ (২০১৬) এর রায় (তারিখ: ৬ ডিসেম্বর ২০২০) অনুযায়ী তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী মোড়কের উপরের দিকে মুদ্রণ করা:
সকল তামাকপণোর মোড়কের ৯০ শতাংশ এলাকা জুড়ে সচিত্র খাছ্য সতর্কবাণী প্রদান করা, এতে মোড়কের উপরে/নীচে ছবি প্রদানের সমস্যারও সমাধান হবে;
বিড়ি, জর্মা ও গুলের ক্ষেত্রে মোড়কের ভিন্নতা, মানহীন মোড়ক, সাইজের ভিন্নতা, সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রদানের উপযুক্ত মোড়ক না থাকা, অতি ছোট মোড়ক, এসকল সমস্যার একমাত্র সমাধান হতে পারে Standard Packaging প্রবর্তন;
খুচরা শলাকা ও পানের সাথে জর্মা বিক্রয় বন্ধসহ, খোলা তামাক ও সাদা পাতাকে মোড়কের আওরায় আনার ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
মোবাইল কোর্টের সংখ্যা বৃদ্ধি করা ও সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণীবিহীন তামাকপণ্য ধ্বংস করা এবং সংশ্রিষ্ট সকলের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
그걸 그렇게 그렇다 그리고 그렇지 말했다. //일반 / 일반화

উপসংহার

বাংলাদেশে ১৮ মার্চ ২০২০^{১৬} থেকে ২৮ জুলাই ২০২১ পর্যন্ত বিগত এক বছর চার মাসে করোনা মহামারীতে মারা গেছে ২০,০১৬জন।^স অন্যদিকে বাংলাদেশে প্রতি বছর প্রায় ১ লক্ষ ৬২ হাজার মানুষ ধূমপানের কারণে সৃষ্ট বিভিন্ন রোগে মারা যায়।^{১৮} দেশের প্রায় ৪ কোটিরও বেশি মানুষ পরোক্ষ ধুমপানের শিকার।^{১৯} দেশের ৩৫.৩% প্রাপ্ত বয়ক্ষ মানুষ^{২৮} এবং ৬.৯% কিশোর কিশোরী তামাকজাত প্রব্য ব্যবহার করে^ও। তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ায় তামাকজনিত অসংক্রামক রোগের বৃঁকি দিন দিন আরো

^{16 &}quot;সেবে করোনা পনাক্ত ২৫ হাজার ছাডাল, মোট মৃত্যু ৩৭০"। ধ্রমাম আলো। সংগ্রহের তারিখ ২০২০-০৫-১৯।

https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E 0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A7%87_%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%A1_ %E0%A7%A7%E0%A7%AF_%E0%A6%8F%E0%A6%B0_%E0%A6%A0%A0%A0%A8%AE0%A6%A6%B6%E0%A6%B0%A7%8D% E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%95_%E0%A6%AE%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E 0%A6%B0%E0%A7%S0

https://www.worldometers-info/coronavirus-country/bangladesh/(view-on-28 July, 2021; time: 22:02)

¹⁵ मा क्रीबाएका आफ्रिक (The Tobacco ATLAS, 6th Edition)

https://files.tobaccoatlas.org/wp-content/uploads/2018/03/TobaccoAtlas_6thEdition_LoRes.pdf ¹² विद्यालय करणा (WHO)

²⁰ স্থোবাল জ্যন্তাকী ট্যোৰাকো সার্চে, ২০১৭ (GATS 2017)

²¹ Bangladesh Global Youth Tobacco Survey (GYTS) 2013.

বাড়ছে। তামাকজনিত ব্যাধি ও অকাল মৃত্যুর কারণে বাংলাদেশ প্রতিবছর ৩০ হাজার ৫৭০ কোটি টাকা বা ৩.৬ বিলিয়ন মার্কিন ছলারের সমপরিমাণ অর্থনৈতিক ক্ষতির সন্মুখীন হচ্ছে, যা ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের জাতীয় আয়ের (জিভিপি) ১.৪ শতাংশ। ^{১২} তামাকের ব্যবহার কমানো গেলে দেশের জনমান্তা উন্নয়নের পাশাপাশি অর্থনৈতিক, কৃষি ও পরিবেশের উন্নয়নও সম্ভব। সরকারের কাছে জনগণের প্রত্যাশা অনেক। তাই ধূমপান নিয়ন্ত্রণ আইনটি বাছবায়নে প্রয়েজন শক্তিশালী সরকারি নজরদারি ও কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন, যা জনমান্তা সুরক্ষার এবং প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গঠনে ওকত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33653817/

²² Faruque GM et al. The Economic Cost of Tobacco Use in Bangladesh: A Health Cost Approach. Bangladesh Cancer Society (2019).